গঠণতন্ত্র

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল,
ঢাকা।

মোহাম্মদ শাহরিয়ার সিদ্দিকী
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, ঢাকা।

গঠণতন্ত্র

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, ঢাকার যাবতীয় কাজ পরিচালনা এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই গঠণতন্ত্র প্রণীত হলো।

১. নাম ঃ

এই সংগঠনের নাম হবে ''বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, ঢাকা''।

২. অবস্থান ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, ঢাকা এর কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হবে।

৩. সংজ্ঞা ঃ

(ক) 'ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল' বা 'কাউন্সিল' বলতে 'বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, ঢাকা' কে বুঝাবে।
(খ) 'সদস্য' বলতে ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর সদস্যকে বুঝাবে।
(গ) 'সভাপতি' বলতে ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর সভাপতিকে বুঝাবে।
(ঘ) 'সহ-সভাপতি' বলতে ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর সহ-সভাপতিকে বুঝাবে।
(ঙ) 'সাধারণ সম্পাদক' বলতে ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর সাধারণ সম্পাদককে বুঝাবে।
(চ) 'সহ-সাধারণ সম্পাদক' বলতে ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর সহ-সাধারণ সম্পাদককে বুঝাবে।
(ছ) 'কোষাধ্যক্ষ' বলতে ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর কোষাধ্যক্ষকে বুঝাবে।
(জ) 'সাংগঠনিক সম্পাদক' বলতে ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর সাংগঠনিক সম্পাদককে বুঝাবে।
(ঝ) 'প্রচার সম্পাদক' বলতে ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর প্রচার সম্পাদককে বুঝাবে।
(ঞ) 'দপ্তর সম্পাদক' বলতে ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর দপ্তর সম্পাদককে বুঝাবে।
(ট) 'নির্বাহী সদস্য' বলতে ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর নির্বাহী কমিটির সদস্যকে বুঝাবে।
(ঠ) 'কমিটি' বা 'নির্বাহী কমিটি' বলতে ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর নির্বাহী কমিটিকে বুঝাবে।
(ড) 'কমিটি' বা 'অর্থ বছর' বলতে ইংরেজী পঞ্জিকা বছরকে বুঝাবে।
(ঢ) 'সাধারন সভা' বলতে ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল এর সদস্যদের দ্বি-বার্ষিক সাধারন সভাকে বুঝাবে।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, ঢাকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) সদস্যদের কল্যাণ নিশ্চিত করা এবং তাঁদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইতিবাচক প্রচেষ্টা চালানো ;
(খ) সদস্যদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের স্বার্থে পদক্ষেপ গ্রহণ ;
(গ) সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ;
(ঘ) সদস্যদের সামাজিক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক এবং বিনোদনমূলক সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ;
(ঙ) ব্যাংকের প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে এবং সদস্যদের স্বার্থে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার সাথে উন্নততর সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষা করা ;
(চ) বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কেন্দ্রের সমধর্মী অফিসার সংগঠনগুলোর সাথে সমন্বয় রক্ষার মাধ্যমে কাউন্সিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন এবং বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা ;
(ছ) যে সকল সদস্য অবসরে যাবেন তাদের উদ্দেশ্যে কাউন্সিলের পক্ষ হতে বিদায় সংর্বধনার ব্যবস্থা করা।

৫. সদস্যপদ ঃ

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল অফিস এবং সদরঘাট অফিসের সহকারী পরিচালক ও তদূর্ধ্ব সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কাউন্সিলের সদস্য হতে পারবেন।
(খ) নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদ বাতিল বলে গণ্য হবে ঃ-
(১) যদি কোন সদস্য ব্যাংকের চাকুরীতে বহাল না থাকেন এবং
(২) যদি কোন সদস্য যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে পর পর ০৩ (তিন) মাস মাসিক চাঁদা প্রদান না করেন বা করতে ব্যর্থ হন। তবে এক্ষেত্রে বকেয়া মাসিক চাঁদা পরিশোধের সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সদস্যপদ পুনর্বহাল হবে।

৬. মাসিক চাঁদা ঃ

সদস্য চাঁদা মাসিক ১০/-(দশ) টাকা মাত্র। মাসিক চাঁদা বেতন বিল হতে মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করা যাবে। তবে কোন সদস্য ইচ্ছে করলে বাৎসরিক ভিত্তিতে নগদেও চাঁদা পরিশোধ করতে পারবেন।

৭. নির্বাহী কমিটি ঃ

(ক) নির্বাহী কমিটি দ্বারা কাউন্সিলের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
(খ) কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে নিম্নরূপভাবে ঃ

(১)	সভাপতি	১জন
(২)	সহ-সভাপতি	২জন
(৩)	সাধারণ সম্পাদক	১জন
(৪)	সহ-সাধারণ সম্পাদক	২জন
(৫)	কোষাধ্যক্ষ	১জন
(৬)	সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
(৭)	প্রচার সম্পাদক	১জন
(৮)	দপ্তর সম্পাদক	১জন
(৯)	নির্বাহী সদস্য	৫জন
	সর্বমোট ঃ	১৫ জন

(গ) নির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল হবে দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছর।

৮. <u>সদস্যদের অধিকার ঃ</u>

কাউন্সিলের যে কোন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ভোট প্রদান, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যে কোন সদস্যের অনুকূলে প্রস্তাব দান বা সমর্থন করতে পারবেন। তিনি কাউন্সিল পরিচালনা বা সদস্যদের স্বার্থে যে কোনরূপ পরামর্শ প্রদান বা প্রস্তাব করতে পারবেন।

৯. <u>নির্বাহী কমিটি নির্বাচন ঃ</u>

(ক) নির্বাহী কমিটি সদস্যদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবে।

(খ) নির্বাচনের পর নতুন নির্বাচিত কমিটি দায়িত্বভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত বিদ্যমান কমিটিই কাউন্সিল পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে।

(গ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিদ্যমান কমিটি নব-নির্বাচিত কমিটির কাছে কাউন্সিলের দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেবে।

(ঘ) নির্বাহী কমিটির যে কোন একটি পদে নির্বাচিত হবার জন্যে যে কোন সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজন্যে নির্ধারিত নমিনেশন পেপারে তাঁর নির্বাচনে অংশগ্রহণ মূলক আবেদনের সমর্থনে একজন সদস্যকে প্রস্তাব এবং অন্য একজন সদস্যকে তা সমর্থন করতে হবে।

(ঙ) নির্বাহী কমিটির নির্বাচন বিদ্যমান কমিটির মেয়াদ শেষ হবার এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। কোন অপরিহার্য কারণে এক মাস সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে সার্কুলার ইস্যুর মাধ্যমে সকল সদস্যকে জানাতে হবে এবং পরবর্তী এক মাসের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে। কোন কারণে পরবর্তী মাসের মধ্যেও নির্বাচন সম্পন্ন না করা গেলে বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিষয়টি সদস্যদেরকে অবহিত করতে হবে এবং এই সভার সিদ্ধান্তক্রমে বিদ্যমান নির্বাহী কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে ও নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।

(চ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক মনোনীত একটি নির্বাচন কমিশন অত্র গঠণতন্ত্রের ১০ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্বাচন বিধিমালা অনুসারে নির্বাচন পরিচালনা করবে।

১০. <u>নির্বাচন বিধিমালা</u> ঃ

(ক) গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ১৪(চৌদ্দ) দিন পূর্বে নোটিশের মাধ্যমে সদস্যগণকে তা অবহিত করবেন। নির্বাচনী নোটিশে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকবে ঃ

(১) নির্বাচনের স্থান, তারিখ এবং সময় ;

(২) মনোনয়ন পত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সর্বশেষ তারিখ ;

(খ) একজন সদস্য কেবল একটি পদে নির্বাচনের জন্যে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে বা অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(গ) নির্বাচন কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তারা কেবলমাত্র নিম্নলিখিত দায়িত্ব পালন করবেন ঃ

(১) মনোনয়ন পত্র গ্রহণ এবং তা বাছাই ;

(২) প্রার্থীদের (যাঁদের মনোনয়ন পত্র বৈধ বলে গৃহীত) তালিকা প্রকাশ ;

(৩) নির্বাচনে ভোট গ্রহণসহ সকল বিষয় তত্ত্বাবধান ;

(৪) ভোটদান কার্যক্রম শেষ হবার অব্যবহিত পরে ভোট গণনা এবং ফলাফল ঘোষণা।

(ঘ) কোন পদে একাধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পেলে নির্বাচন কমিশন প্রকাশ্য লটারীর মাধ্যমে বিজীয় প্রার্থী নির্ধারণ করবেন।

১১. নির্বাহী কমিটির শূন্য পদ পূরণ ঃ

(ক) যে কোন কারণে অন্তবর্তীকালীন সময়ে সভাপতি পদ শূন্য হলে ভোটাধিক্যে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি সভাপতির স্থলাভিষিক্ত হবেন। যদি নির্বাচিত দু'জন সহ-সভাপতিই সমান সংখ্যক ভোট পেয়ে থাকেন তাহলে বয়সের ভিত্তিতে যিনি জ্যেষ্ঠ তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) যদি সাধারণ সম্পাদকের পদ শূন্য হয় তাহলে ভোটাধিক্যে জ্যেষ্ঠ সহ-সাধারণ সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের স্থলাভিষিক্ত হবেন।

(গ) সহ-সভাপতি, সহঃ সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, প্রচার, সাংগঠনিক এবং দপ্তর সম্পাদকীয় পদসমূহের এক বা একাধিক পদ শূন্য হলে নির্বাহী সদস্যদের মধ্য হতে নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণ করতে হবে।

(ঘ) নির্বাহী সদস্যের কোন পদ শূন্য হলে নির্বাহী কমিটি সাধারন সদস্যদের মধ্য হতে যে কাউকে ঐ শূন্য পদে Co-opt করতে পারবে।

১২. নির্বাহী কমিটির দায়িত্ব ও ক্ষমতা ঃ

(ক) কাউন্সিল পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত। গঠণতন্ত্রের পরিপন্থী নয় এমন বিষয়ে এবং সদস্যদের স্বার্থে যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত বা পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা নির্বাহী কমিটির থাকবে। তবে সদস্যদের স্বার্থ ক্ষুন্ন হতে পারে এমন কোন মৌলিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত/পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিষয়টি সাধারণ সদস্যদেরকে অবহিত করতে হবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মত অনুসারে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সাধারনভাবে সকল ক্ষেত্রে সভাপতি এবং/অথবা সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলের প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হবেন।

(খ) কাউন্সিলের কার্য নির্বাহার্থে উদ্ভুত সকল ব্যয় নির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে হতে হবে। তবে খুচরা বা নৈমিত্তিক খরচ সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন অনুসারে হতে পারে যা পরে নির্বাহী কমিটির বৈঠকে কার্যোত্তর অনুমোদিত হতে হবে।

(গ) অত্র গঠণতন্ত্র দ্বারা সমর্থিত হয় না এরূপ কোন অতি জরুরী বিষয়ে আকস্মিকভাবে উদ্ভুত হলে নির্বাহী কমিটি সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে ; তবে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে বিশষ সাধারন সভার মাধ্যমে তা সদস্যগণকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করে অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(ঘ) কাউন্সিলের সুষ্ঠু কার্য পরিচালনার বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে নির্বাহী কমিটি এর সদস্যদের মধ্য হতে বা কাউন্সিলের সাধারন সদস্যদের মধ্য হতে কিংবা উভয় প্রকার সদস্যদের মধ্য হতে মনোনয়নের মাধ্যমে এক বা একাধিক উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

(ঙ) এই গঠণতন্ত্রের আওতায় যে কোন কার্য সম্পাদনের জন্যে নির্বাহী কমিটি যে কোনরূপ উপ-বিধি প্রণয়ন বা প্রবর্তন করতে পারবে। এরূপ উপ-বিধি প্রবর্তন করতে হলে কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ নির্বাহী সদস্যদের সম্মতি প্রয়োজন হবে। নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রবর্তিত এরূপ উপ-বিধির কান নিয়ম অত্র গঠণতন্ত্রের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হলে গঠণতন্ত্রের নিয়মটিই কার্যকর বলে গণ্য হবে।

১৩. সভাপতির ক্ষমতা ঃ

(ক) সভাপতি কাউন্সিলের প্রধান বলে বিবেচিত হবে। তার পবিত্র দায়িত্ব হবে নির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যরা গঠণতন্ত্রে দেয়া ক্ষমতার আওতায় সদস্যদের স্বার্থে যথাযথ দায়িত্ব পালন করছেন কিনা তা নিশ্চিত করা। কাউন্সিলের সকল সভায় তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) গঠণতন্ত্রের প্রয়োগ পদ্ধতি ও ব্যাখ্যা ইত্যাদি সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে সভাপতির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১৪. সহ-সভাপতির ক্ষমতা ঃ

(ক) সভাপতির অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি সভার সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

(খ) সভাপতি ও সহ-সভাপতিদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে নির্বাহী কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে কমিটির যে কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন।

১৫. সাধারণ সম্পাদকের কর্তব্য ঃ

(ক) সাধারণ সম্পাদক কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী হিসেবে বিবেচিত হবেন এবং কমিটির সিদ্ধান্ত/পরামর্শ অনুসারে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সকল ধরণের সভা আহবান করবেন।

(খ) তিনি সভার কার্য বিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং কার্য বিবরণী বই সংরক্ষণ করবেন।

(গ) তিনি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন এবং সাধারণ সভায় নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

(ঘ) তিনি সকল কাজের জন্য নির্বাহী কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

(ঙ) কাউন্সিলের সকল ধরণের ব্যয় বিল সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অনুমোদিত হবে। তিনি নিজ ক্ষমতায় যে কোন একটি খাতে অনধিক টাঃ ৫০০/- (টাকা পাঁচশত) মাত্র ব্যয় করতে পারবেন। এক খাতে উক্ত পরিমাণ টাকার অধিক ব্যয় করতে হলে নির্বাহী কমিটির পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে।

১৬. সহ-সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ঃ

সহ-সাধারণ সম্পাদকগণের উপর কমিটি কর্তৃক বিশেষভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও তাঁরা সাধারণ সম্পাদককে সার্বিকভাবে সকল কাজে সহযোগিতা করবেন।

১৭. কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব ঃ

কাউন্সিলের কোষাধ্যক্ষ তাঁর উপর অর্পিত বিশেষ দায়িত্ব ছাড়াও নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করবেন ঃ

(ক) কাউন্সিলের যাবতীয় তহবিল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ;

(খ) তহবিল এবং ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষা করা ;

(গ) কাউন্সিলের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার সুবিধার্থে অনধিক টাঃ ১০০০/- (টাকা এক হাজার) মাত্র এর একটি খুচরা তহবিল নগদ আকারে নিজের কাছে রাখা ;

(ঘ) সাধারণ সম্পাদক বা নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সকল বিল পরিশোধ করা ;

(ঙ) ব্যাংকের চেক বই, পাস বই বা অন্যান্য মূল্যবান দলিল নিজ দায়িত্বে নিরাপদ হেফাজতে রাখা।

১৮. সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব ঃ

কাউন্সিলের যাবতীয় সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি সাধারন সম্পাদককে যাবতীয় কাজে সহযোগিতা করবেন।

১৯. প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব ঃ

কাউন্সিলের প্রচারমূলক যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

২০. দপ্তর সম্পাদকের দায়িত্ব ঃ

দপ্তর সম্পাদক কাউন্সিলের যাবতীয় দাপ্তরিক কাজ সম্পাদন করবেন।

২১. নির্বাহী সদস্যের ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ

(ক) সাময়িক বা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে নির্বাহী কমিটির শূন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে গঠণতন্ত্রের ১১ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে শূন্য পদে নিয়োগ লাভ ;

(খ) নির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত উপ-কমিটির সদস্য হলে বা কমিটি কর্তৃক অন্য কোন বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হলে তা সঠিকভাবে পালন।

২২. নির্বাহী কমিটির সভা ঃ

(ক) সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করবেন। দায়িত্ব গ্রহণের অনধিক ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রথম সভা আহবান করবেন এবং এরূপ সভা অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পর পর দুই সভার মাঝে বিরতি ২ মাসের বেশী হতে পারবে না।

(খ) নির্বাহী কমিটির অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিতভাবে সাধারণ সম্পাদককে যে কোন কারণে নির্বাহী কমিটির সভা আহবান করার অনুরোধ জানালে তিনি এরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির অনধিক ০৩ (তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে সভার নোটিশ জারী করবেন এবং পরবর্তী ০৪ (চার) কর্ম দিবসের মধ্যে সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। যদি সাধারন সম্পাদক উক্ত সময়ের মধ্যে এরূপ সভা আহবানের ব্যর্থ হন তবে সভাপতি (তাঁর অনুপস্থিতিতে বা অপারগতায় জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি) নিজ দায়িত্বে ও উদ্যোগে আলোচ্য সভা আহবান করবেন বা কমিটির অন্য কোন সদস্যের মাধ্যমে সভা আহবানের ব্যবস্থা করবেন।

(গ) যদি নির্বাহী কমিটির কোন সদস্য সভাপতিকে পূর্বে অবহিতকরণ ব্যতিরেকে নির্বাহী কমিটির পর পর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন (ছুটিতে থাকা ব্যতীত) তাহলে তাঁর পদটি শূন্য হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

(ঘ) নির্বাহী কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি কোরাম বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) সভায় যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোটাভুটি অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ভোটের ফলাফল উভয় পক্ষে সমান হলে সভাপতি তাঁর বিশেষ ভোট প্রয়োগ করতঃ সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত করবেন।

২৩. কাউন্সিলের তহবিল রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ঃ

(ক) কাউন্সিলের তহবিল রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নির্বাহী কমিটির উপর ন্যস্ত।

(খ) নিম্নলিখিত খাতগুলো কাউন্সিলের তহবিলের উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে ঃ

(১) সদস্যদের চাঁদা ;

(২) কাউন্সিলের ব্যাংক হিসাবে অর্জিত সুদ ;

(৩) যদি কোন খাতে তহবিল বিনিয়োগ করা হয় তাহলে অর্জিত মুনাফা ;

(৪) অনুদান।

(গ) কাউন্সিলের তহবিল কেবলমাত্র এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের প্রয়োজনে ব্যয় করা যাবে।

(ঘ) কাউন্সিলের তহবিল তালিকাভূক্ত ব্যাংকসমূহের ঢাকাস্থ এক বা একাধিক শাখায় বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ঋণদান সমিতি লিমিটেড, ঢাকায় হিসাব খুলে জমা রাখতে হবে। কাউন্সিলের হিসাব কোষাধ্যক্ষের সাথে সভাপতি বা সাধারন সম্পাদক এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

(ঙ) সকল ব্যয় কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

২৪. <u>সাধারন সভা ঃ</u>

(ক) 'সাধারন সভা' দ্বি-বার্ষিক ভিত্তিতে একবার অনুষ্ঠিত হবে। বছরের যে কোন সময় যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এক বা একাধিক 'বিশেষ সাধারণ সভা' অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(খ) সাধারন সভা অনুষ্ঠানের জন্যে কমপক্ষে ০৭ (সাত) দিন পূর্বে নোটিশ ইস্যু করতে হবে। তবে আকস্মিক জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ 'সাধারন সভা' যুক্তিসঙ্গত যে কোন সময়ের নোটিশে করা যাবে।

(গ) সাধারণ সভায় সদস্যদের এক পঞ্চমাংশের উপস্থিতি কোরাম বলে বিবেচিত হবে। কোরাম না হবার কারণে কোন সাধারন সভা অনুষ্ঠিত না হলে পরবর্তী সপ্তাহের একই দিন (অফিস ছুটি থাকলে এর পরবর্তী কর্ম দিবস), সময় ও স্থানে পূনরায় সাধারন সভা আহবান করে নোটিশ দিতে হবে। এদিনে কোরাম না হলেও উপস্থিত সদস্যগণ সভা করতে পারবেন এবং তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

(ঘ) সাধারন সভা/বিশেষ সাধারন সভায় উপস্থিত সদস্যদের সাধারন সংখ্যা গরিষ্ঠ ভোটে আলোচ্য সূচীর সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। কাউন্সিলের সাধারন সম্পাদক এরূপ ভোট গণনা করবেন এবং তাঁর গণনা বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

(ঙ) সভায় উপস্থিত সদস্যগণের অধিকাংশের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত বৈধ বলে বিবেচিত হবে।

(চ) সাধারন সভায় ভোট প্রদানের পদ্ধতি সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। তবে সাধারনতঃ হাত উঠিয়ে মতামত প্রদান পদ্ধতিকেই গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

(ছ) সাধারন সম্পাদক সাধারন সভায় প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী সদস্যগনের আলোচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

(জ) সাধারন সভায় পূর্ববর্তী সাধারন সভার কার্য বিবরণী অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

২৫. <u>বিশেষ সাধারন সভা ঃ</u>

(ক) সাধারন সভা ব্যতীত সকল সভাই হবে বিশেষ সাধারন সভা (Extra Ordinary General Meeting) ।

(খ) কাউন্সিলের সাধারন সদস্যগণ কোন বিশেষ বিষয়ের উপর আলোচনার উদ্দেশ্যে বিশেষ সাধারন সভা আহবানের জন্য আলোচ্য সূচীর বিস্তারিত বিবরণ ও কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যদের স্বাক্ষরসহ সাধারন সম্পাদকের নিকট লিখিত অনুরোধ জানাবেন। সাধারন সম্পাদক পরবর্তী ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে ঐরূপ বিশেষ সাধারন সভা আহবানে ব্যর্থ হলে সভাপতি পরবর্তী ০৪(চার) কর্ম দিবসের মধ্যে নিজ দায়িত্বে ও উদ্যোগে বিশেষ সাধারন সভা আহবান করবেন।

(গ) আলোচ্য বিশেষ সাধারন সভায় কাউন্সিলের এক-পঞ্চমাংশ সদস্যদের উপস্থিতিকে কোরাম হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

২৬. অনাস্থা প্রস্তাব ঃ

(ক) কাউন্সিলের সাধারন সদস্যগণ নির্বাহী পরিষদের উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের জন্য কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যদের স্বাক্ষরিত লিখিত অনুরোধপত্র সভাপতিকে প্রদান করবেন। সভাপতি যদি অনুরোধপত্র পাওয়ার ১৫(পনের) কর্ম দিবসের মধ্যে ঐরূপ বিশেষ সাধারন সভা আহবান করতে ব্যর্থ হয় তাহলে সাধারন সদস্যগণ নিজেরাই ০৭(সাত) দিনের নোটিশে এরূপ সভা আহবান করতে পারবেন। ঐ অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের পক্ষে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যাসহ সবাইকে অবহিত করে নোটিশ প্রদান করতে হবে। এ বিশেষ সাধারন সভার অনাস্থা প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য কাউন্সিলের মোট সদস্যদের ৫১% সদস্যের উপস্থিতি ও অনুমোদন প্রয়োজন।

(খ) এরূপ সভায় নির্বাহী কমিটির উপর অনাস্থা প্রস্তাব আনীত এবং অনুমোদিত হলে সেই সভাতেই একটি এডহক কমিটি গঠন করা হবে। অন্তবর্তীকালীন সময়ে এই এডহক কমিটি কাউন্সিল পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবে। এডহক কমিটি পরবর্তী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং বিধি অনুসারে নতুন কমিটির নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করবে। এডহক কমিটির সদস্যগণ পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

(গ) অনাস্থা প্রস্তাব ৫১% সদস্যদের অনুমোদনে পাশ হওয়ার পরবর্তী কর্ম দিবসে কার্যকরী পরিষদ এডহক কমিটির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

২৭. নিরীক্ষা ঃ

(ক) নির্বাহী কমিটি সাধারন সদস্যগণের মধ্য হতে দু'জন নিরীক্ষক নিয়োগ করবেন।

(খ) নির্বাহী কমিটির সদস্য বা ইতোমধ্যে ঘোষিত নির্বাহী কমিটির নির্বাচনে কোন পদে প্রার্থী হয়েছেন এমন কোন ব্যক্তি নিরীক্ষক হতে পারবেন না।

(গ) নিরীক্ষা কাজের জন্য নিরীক্ষকগণ কোন পারিতোষিক বা সম্মানী পাবেন না।

(ঘ) নিরীক্ষকগণ কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষা করে এর শুদ্ধতা, যথাযথর্তা বা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন। নিরীক্ষকগণ কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন সাধারন সম্পাদক কর্তৃক উপস্থাপিত হিসাব বিবরণীর সার্থে উপস্থাপন করতে হবে।

২৮. বিধি পরিবর্তন, সংযোজন ইত্যাদি ঃ

সাধারন সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে এ গঠণতন্ত্রের এক বা একাধিক অনুচ্ছেদের পরিবর্তন, সংশোধন, বাতিল অথবা নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করা যাবে।

(সাজ্জাদ জহির)
সভাপতি

(মোঃ ওবায়দুল হক)
সাধারন সম্পাদক

(২০ আগষ্ট, ২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারন সভায় গঠণতন্ত্রের সংশোধিত সংশোধনীসহ প্রকাশ করা হইল)

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের গঠণতন্ত্রের সংশোধীনসমূহ

১। গঠণতন্ত্রের ৩নং অনুচ্ছেদে "সম্পাদক" পদের নামকরণ পরিবর্তন করে "সাধারন সম্পাদক" প্রস্তাব করা হয়েছে। সে মোতাবেক "যুগ্ম-সম্পাদক" এর নামকরণ, পরিবর্তন করে "সহ-সাধারন সম্পাদক" করা হয়েছে।

২। ৬নং অনুচ্ছেদে মাসিক চাঁদার হার ৫.০০ (পাঁচ) টাকার স্থলে ১০.০০ (দশ) টাকা করা হয়েছে।

৩। ৭(১) নং অনুচ্ছেদে কার্য নির্বাহী পরিষদে ঃ

ক. সাংগঠনিক সম্পাদক - ১ জন
খ. প্রচার সম্পাদক - ১ জন
গ. দপ্তর সম্পাদক - ১ জন

অর্থাৎ মোট অতিরিক্ত ৩টি নতুন সম্পাদকীয় পদ সৃষ্টিসহ নির্বাহী সদস্য ০৮(আট) জন এর স্থলে ০৫(পাঁচ) জন করা হয়েছে।

৪। ৭(II) নং অনুচ্ছেদে নির্বাহী কমিটির মেয়াদকাল দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ হতে ০১(এক) বছরের স্থলে ০২(দুই) বছর করা হয়েছে।

৫। ১৫(ঙ) নং অনুচ্ছেদে সাধারন সম্পাদক নিজ ক্ষমতায় এক খাতে ১০০/-(একশত) টাকার পরিবর্তে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন।

৬। ১৭(গ) নং অনুচ্ছেদে খুচরা তহবিল হিসেবে নগদ আকারে কোষাধ্যক্ষ নিজের কাছে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকার পরিবর্তে ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা পর্যন্ত রাখতে পারবেন।

৭। কাউন্সিলের গঠণতন্ত্রটি বাংলায় অনুবাদ করা।